গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আগস্ট/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২২-০৮-২০২২
সভার সময়	বিকাল-০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে আগস্ট/২০২২ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৮-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, শাখা/অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির অনিষ্পন্ন চলমান কার্যক্রমসূহ গত ২১-০৮-২০২২ তারিখের মাসিক সভায় আলোচনা করা হয়েছে। চলমান কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে নিস্পত্তি করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। গত মাস হতে উক্ত সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের অমীমাংসিত বিষয়ের সাথে বিসিআইসি ও এনবিআর এর অমীমাংসিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ মাসের ফলোআপ সভা ২৫-০৮-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিকট বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পিডিবি'র সদস্য (অর্থ) এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সংস্থা/কোম্পানীর প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। পিডিবি'র সদস্য (অর্থ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পুনরায় সভা আহ্বান করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গত মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের নিকট হতে ৩০ কোটি টাকা বকেয়া পাওনা আদায় হয়েছে। এনবিআর এর সাথে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে সংস্থা/কোম্পনীর নিকট তথ্য চাওয়া হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির পর এ বিষয়গুলো নিয়ে এনবিআর এর সাথে সভা আহবান করা হবে। সভাপতি অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন/চলমান বিশেষ কার্যক্রমের তথ্য প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	* এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে ইতোমধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি শীঘ্রই এনবিআর এ প্রেরণ করা হবে। * উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং ২৭-০৬-২০২২ তারিখে চূড়ান্ত নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গত সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত রয়েছে। * সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গত এক মাসে কি কি অগ্রগতি হয়েছে তা লাল কালিতে চিহ্নিতপূর্বক উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি একইভাবে আগামী সভায় এ কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	(ক) বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে দ্রুত প্রস্তাব তৈরিপূর্বক এনবিআর এ প্রেরণ করতে হবে। (খ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের গত একমাসের অগ্রগতি লাল কালিতে চিহ্নিতকরণপূর্বক পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) Asset re-valuation কার্যক্রম ও শেয়ার অফলোডের বিষয়ে দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ অপারেশন-৪ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ২২-০৬-২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় বিষয়ে query করা হয়েছে। query'র জবাব ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	* সভায় জানানো হয় যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক হালনাগাদ করা না হলে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, Upgrade ড্যাশবোর্ডের ডেমো তৈরির জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তরের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ভেন্ডর কর্তৃক ডেমো পেলে। এ মাসের শেষের দিকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি প্রেজেন্টেশন করে অনুমোদন নেয়া হবে। * এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে পাইলটিং হিসেবে মামলা ইনপুট দেয়ার জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০টি মামলার তথ্য ইনপুট দেয়া হয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, মামলার ইনপুট দেয়ার ক্ষেত্রে সফটওয়্যারে কিছু কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। বিপিসি প্রান্তের তথ্যাদি সফটওয়্যারে ইনপুট না দেয়ায় তিনি দ্রুত ইনপুট দেয়ার জন্য বিপিসির প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন। সভাপতি সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ এবং ইনপুটের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানপূর্বক আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ও ড্যাশবোর্ডটি Upgrade এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুট প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং ইনপুটের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানপূর্বক আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩/ আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা

৩.৫	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, স্থানীয় শ্রমিকের স্বল্পতাহেতু গত ৬ আগস্ট হতে এক শিফটে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে কোভিড ম্যানেজমেন্ট করে গত ২০-০৮-২০২২ তারিখ হতে তিন শিফটে কয়লা উত্তোলন শুরু হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ২৭০০-২৮০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। আগামী সময়ে দৈনিক কয়লা উত্তোলন গড়ে ৩০০০ মেট্রিক টন অতিক্রম করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, জিটিসি'র সাথে গত ১২-০৫-২০২২ তারিখে সম্পাদিত ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তি অনুযায়ী ইমালশন এক্সপ্লোসিভ, ইলেকট্রিক ডেটোনেটর এবং ডেটোনেটিং কর্ড আমদানির জন্য ০৩-০৭-২০২২ তারিখে এল/সি খোলা হয়েছে। সরবরাহকারী RAMA MINING TOOLS, India কর্তৃক Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO), India হতে এমজিএমসিএল বরাবর বিস্ফোরক রপ্তানির অনুমতি এখন পর্যন্ত না পাওয়া যাওয়ায় জিটিসি'র আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আমদানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুনভাবে আমদানি প্রক্রিয়াকরণের জন্য Salvo Explosives and Chamicals Pvt. Ltd., India হতে বিস্ফোরক আমদানির জন্য Proforma Invoice পাওয়া গিয়েছে। তদানুযায়ী ০৩-০৮-২০২২ তারিখে প্রি-পারমিট গ্রহণের লক্ষ্যে বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ঢাকায় আবেদন করা হয়। ০৮/০৮/২০২২ তারিখে প্রি-পারমিট পাওয়া গিয়েছে। No Objection Crtificate (NOC) এর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই আমদানি শুরু হবে এবং খনির উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রেজেন্টটেশনের খসড়া ইতোমধ্যে কোম্পানী হতে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা হতে খসড়া দুটি যাচাই-বাছাইপূর্বক শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(ক) কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে দ্রুত পেজেন্টেশন প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল

৩.৬	সভায় উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর সাথে একটি সভা করে তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্তপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্তকরণের জন্য দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর সাথে দ্রুত একটি সভা করতে হবে। (খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকা চূড়ান্তপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ অপারেশন-১ অধিশাখা/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর

৩.৭	* ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ প্রায় ২০.৭৯ কোটি টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। অবশিষ্ট (২১০৮.২০-২০.৭৮)=২০৮৭.৪১ কোটি টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে গত ২৮/০৭/২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে পিওসিএল-এর পুঞ্জীভূত বকেয়া পাওনা ইক্যুইটিতে রুপান্তরের জন্য সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১/০৭/২০২২ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ-কে তাদের পুঞ্জীভূত বকেয়া পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫শে জুন পর্যন্ত চলতি বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে। চলতি বিল পরিশোধে বিলম্ব করলে বাংলাদেশ বিমানকে তেল সরবরাহ বন্ধ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। বকেয়া আদায়ের বিষয়ে তাগাদা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আরো উল্লেখ করা হচ্ছে যে, বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে যোগাযোগ করা হচ্ছে। * ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে বিকল্প জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চিহ্নিত জমিটি তিনি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। তিনি চিহ্নিত জমিটি অধিগ্রহণের নিমিত্তে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের জন্য দ্রুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে প্রস্তাব বিপিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিসি হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, চিহ্নিত জমিটির ভবিষ্যত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে জমিটি বনভূমির একোয়ারভুক্ত কি-না সে বিষয়টি যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিপিসির অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চিহ্নিত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) এলপিজি প্ল্যান্টের জন্য এলপিজিএল কর্তৃক চিহ্নিত জমিটি বনভূমির একোয়ারভুক্ত কি-না সে বিষয়টি যাচাইপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ যুগ্মসচিব (প্র)/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ

৩.৮	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। সভাপতি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে এবং কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ছকে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরে একটি অডিট আপত্তি ছিলো, যা দ্বিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অডিট অধিদপ্তর হতে এ সংক্রান্ত পত্র পাওয়া গেছে। তিনি উপস্থাপিত তথ্য হতে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের আপত্তিটি বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) জানান যে, গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা কমানোর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি পৃথক সভা আয়োজনের নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী হতে তথ্য চাওয়া হয়েছে। সভাপতি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এ সভাটি আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা কমানোর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিতব্য সভাটি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আয়োজনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু হয়েছে সেহেতু সফটওয়্যারে ইনপুট দিলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে সহজ হবে। * এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) সভায় জানান যে, দেশে জ্বালানি তেলের ভেজাল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ এবং সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ০৩-০৮-২০২২ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক পাওয়ায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-৩ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে ৯টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিমের সরেজমিন পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এপিএ টিমের টিম লিডারের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রথম মাস হতেই তৎপর হতে হবে। সকল কর্মকর্তাদের সামনে এপিএ'র প্রতিটি সূচকের জন্য একটি করে অগ্রগতি শিট রাখা যেতে পারে। যাতে করে অগ্রগতি মনিটরিং করতে সুবিধা হয়। সভাপতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম/ ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' শীর্ষক খসড়া বিলটি বিলটি জাতীয় সংসদের গত ০৫-০৬-২০২২ তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হয়েছে। বিলটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ১৪-০৬-২০২২ তারিখের সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সভার পর্যবেক্ষণ নিয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০১-০৮-২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে গত ০৪-০৮-২০২২ তারিখে স্থায়ী কমিটির পুনঃ সভা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়া বিলটির বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১২	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। জুলাই/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীতে ২৬০২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৪৫১৯টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ৭৬৯৯টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩.৭ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬টি। সভায় জুলাই/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। জুলাই/২২ মাসে ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির বকেয়া আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বকেয়া আদায় সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে মর্মে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, বিসিআইসির আওতাধীন সার-কারখানাগুলোর নিকট জালালাবাদ গ্যসের প্রায় ১১৯ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, তিতাস পরিচালনা পর্ষদের গত সভায় বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, পূর্বের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী তারা গ্যাস বিল পরিশোধ করবে। বর্ধিত মূল্যে যে বকেয়া হচ্ছে সেটি তারা এ মুহূর্তে পরিশোধ করতে পারবে না। সভাপতি বলেন যে, বিইআরসি'র ট্যারিফ অনুযায়ী গ্যাস বিল পরিশোধ না করলে ভবিষ্যতে বকেয়ার পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষিতে বকেয়া আদায়ে কোম্পানীকে প্রচুর হিমশীম খেতে হবে। তাই এ বিষয়টি সমাধানের জন্য এখন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিগত ছয় মাসে কত সংখ্যক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ বকেয়া আদায় হয়েছে তা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া, বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় অব্যাহত রয়েছে মর্মে সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ অবহিত করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বিইআরসি'র ট্যারিফ অনুযায়ী গ্যাস বিল পরিশোধের বিষয়ে বিসিআইসি'র সাথে আলোচনাপূর্বক সমাধান করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/ বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি/ জিটিসিএল
৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: * উপসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিপিসি হতে এ বিষয়ে একটি ওয়েব পোর্টাল/অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটি সভা করে ওয়েব পোর্টাল/অ্যাপটি চূড়ান্ত করা হবে। * সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিভাগ/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	* মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। খসড়া এমওইউ এর বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে কিছু পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে বুয়েটে প্রেরণ করা হয়েছে। বুয়েট এ বিষয়গুলোতে সম্মত হলে খসড়া এমওইউ অনুমোদনের জন্য পুনরায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। * এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, সকলের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পাঁচটি দিবস সফলভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তিনি সিনিয়র সচিব মহোদয়ের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি পাঁচটি দিবস সফলভাবে পালন করায় চেয়ারম্যান, বিপিসি, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আসন্ন শেখ রাসেল দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। * সভায় জানানো হয় যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে শীঘ্রই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। * সভায় জানানো হয় যে, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট, গোলাপগঞ্জ, সিলেট এ উৎপাদিতব্য অফস্পেক পেট্রোল-এর নির্ধারিত কোন গেজেট মূল্য নেই। ফলে, উৎপাদিতব্য অফস্পেক পেট্রোল-এর মূল্য নির্ধারণপূর্বক কাঁচামাল এনজিএল-এর মূল্য কমিয়ে পুন:নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্লান্টটির উৎপাদন চালু করা সম্ভব হতে পারে। এ অফস্পেক পেট্রোল-এর মূল্য নির্ধারণপূর্বক এনজিএল-এর মূল্য কমিয়ে পুন:নির্ধারণ করার মাধ্যমে কৈলাশটিলা এলপিজি প্লান্ট চালুর লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা এর সভাপতিত্বে ১৩ জুন ২০২২ তারিখে বিজিএফসিএল, এসজিএফএল ও আরপিজিসিএল-এর মধ্যে একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসজিএফএল হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক ক্রয়তব্য এনজিএল এর মূল্য পুন:নির্ধারণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন), পেট্রোবাংলা এবং আরপিজিসিএল ও এসজিএফএল হতে অর্থ ও কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা ২৭ জুন ২০২২ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার আলোচনা অনুযায়ী পেট্রোবাংলা হতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বিষয়টি আগামী এক মাসের মধ্যে সমাধান করার জন্য চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	তথ্য পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্যাদি ও বুয়েটের সাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এমওইউ স্বাক্ষরের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) শেখ রাসেল দিবস যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (ঙ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে। (চ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিএসল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়টি আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সমাধান করবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৩৭৯

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৯
২৯ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৭) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব